দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 15 APR 2003
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৭

মানিকগঞ্জে শিক্ষকদের দলাদলির শিকার এক স্কুলছাত্রী এখন জেলহাজতে

মানিকগঞ্জ, ১৪ এপ্রিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলির শিকার মানিকগঞ্জের একটি স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী আলো সরকার এখন জেল হাজতে। প্রধান শিক্ষকের প্ররোচনায় আলো সরকার অপর তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগে মামলা দায়ের করে। গ্রেফতার হন তিন শিক্ষক। তদন্ত শেষে পুলিশ চার্জশিট দাখিল করে। কিন্তু রবিবার আলো সরকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে নাটকীয় ভাবে জবানবন্দীতে সব ফাঁস করে দেয়। সে জানায়, প্রধান শিক্ষকের প্ররোচনায় সে মিথ্যা অভিযোগ এনেছে। এর প্রেক্ষিতে জেলা ও দায়রা জজ মামলাটি খারিজ করে দেন। মুক্তির আদেশ দেন তিন শিক্ষককে। আর মিথ্যা মামলা করায় আলো সরকারের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে মামলা করার নির্দেশ দিয়েছেন দৌলতপুর থানা পুলিশকে।

মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার বিষ্ণুপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুস সামাদের সঙ্গে অপর তিন সহকারী শিক্ষক আবদুল মান্নান, ফারুক আহম্মেদ এবং আবদুর রহমানের মধ্যে স্কুলের বিভিন্ন বিষয়ে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। দ্বন্দ্ব যখন তুঙ্গে এমন সময় গত বছরের ২৮ নবেম্বর আলো সরকারসহ আরও ছয় ছাত্রী প্রধান শিক্ষকের প্ররোচনায় ঐ তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনে দৌলতপুরে নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে আবেদন করে। গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর অন্য ছয় ছাত্রীর পক্ষে আলো সরকারকে বাদী করে তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করানো হয়। এদিকে গত ১২ মার্চ আলো সরকারসহ অপর ছয় ছাত্রী প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিটের মাধ্যমে জানায়, প্রধান শিক্ষকের প্ররোচনায় ঐ তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে তারা মিথ্যা মামলা করেছে। গত রবিবার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আলো সরকারের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেয়ার পরপরই নাটকীয় পরিণতি ঘটে এই চাঞ্চল্যকর মামলার। আলোর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন ঐ তিন শিক্ষকও। কোর্টহাজতে চিৎকার করে কাঁদছিল আলো। পাশের রুমেই মুক্তির অপেক্ষায় ছিলেন ঐ তিন শিক্ষক। তাঁরাও আলোকে আশ্বাস দিলেন—আমরা তো আছি। শিক্ষকদের দলাদলির শিকার ঐ স্কুলছাত্রীর কি হবে, সে প্রশ্ন এখন সবার মধ্যে।